তারিখ ..04 DEC 1989
পৃষ্ঠা... ৭ ...কলাম ...৪...

দৈনিক বাংলা

ছাত্রীদের বিক্ষোভ

# ইডেন কলেজ হোস্টেলের তিন সুপারের পদত্যাগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

তিন দফা দাবীতে ইডেন গার্লস কলেজের আবাসিক ছাত্রীরা শনিবার রাতে হোস্টেলে কলেজের

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

## তিন সুপারের পদত্যাগ

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রিন্সিপাল, একজন সুপার ও একজন সহকারী সুপারকে তিন-ঘন্টা আটকে রাখে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ইডেন কলেজের তিনটি হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্টই গতকাল পদত্যাগ করেছেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আজ সোমবার দুপুর বারোটায় হোস্টেল কমিটির এক সভা আহবান করা হয়েছে।

আবাসিক ছাত্রীদের দাবী তিনটি হচ্ছেঃ চারটি মেয়েকে পুনরায় হোস্টেলে সীট প্রদান, সীট রেন্ট ৫০ টাকা থেকে ২৫ টাকায় হ্রাস এবং ডে পাস প্রথা বাতিল।

শনিবারের ঘটনা সম্পর্কে ছাত্রীদের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়ঃ তিনদিন ধরে হোস্টেলে পানির মেশিন নষ্ট থাকায় পানি ছিলনা। ছাত্রীরা তাদের বাসায় নিয়ে যাবার জন্যে স্থানীয় অভিভাবকদের খবর দেয়। ছাত্রীদের অভিযোগঃ শনিবার চারজন ছাত্রীর অভিভাবক দেখা করতে এলে প্রিন্সিপাল তাদের অপমান করে বিদায় দেন এবং ছাত্রীদেরও সে মুহূর্তে হোস্টেল ত্যাগে বাধ্য করেন। এই পরিস্থিতিতে তিনটি হোস্টেলের ছাত্রীরাই তিন দফা দাবীতে সন্ধ্যায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ছাত্রীরা প্রিন্সিপালকে হোস্টেলের ডাইনিং রুমে তিন ঘন্টা আটকে রাখে।

**প্রিন্সিপালের বক্তব্য**

ইডেন কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর জাহানারা হকের সংগে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানানঃ শনিবার বিকালে তিনি বাইরে যাবার সময় দেখেন চারজন ছাত্রী গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ছাত্রীদের জন্য অফিসিয়াল 'ভিজিটিং ডে' হল শুক্রবার। এছাড়া দেখা করতে হলে সুপারের অনুমতি নিতে হয়। এরা সেই অনুমতি নিয়েছে কিনা প্রিন্সিপাল তা জানতে চান।

প্রিন্সিপাল জানান করো সীটই বাতিল করা হয়নি।

প্রফেসর জাহানারা হক আরো জানান ছাত্রীরা তার কোয়ার্টারের জানালার কাচ ভাঙচুর ও ফুলের বাগান তছনছ করে ফেলে। বৈঠক করার জন্যে প্রিন্সিপাল হোস্টেলে গেলে সেখানে একজন সুপার একজন সহকারী সুপার সহ তিন ঘন্টা আটকে রাখা হয়। ছাত্রীরা তাদের গালিগালাজ করে। প্রিন্সিপাল বলেন আমরা অনেক ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিয়েছি।

পদত্যাগী তিন হোস্টেলের সুপাররা হচ্ছেনঃ ফরিদা রহমান লাইলী বেগম ও কামরুন নাহার। এরা সকলেই ইডেন কলেজের শিক্ষয়িত্রী।